মধ্যপন্থা

গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

www.ahlehadeethbd.org

মধ্যপন্থা

গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

মধ্যপন্থার পরিচয়

মধ্যপন্থা অর্থ হচ্ছে দুইটি বিপরীত মত, উপায় বা ভাবের মধ্যবর্তী মত, উপায় বা ভাব, নরমপন্থা।[১] মধ্যপন্থার ইংরেজী প্রতিশব্দ Moderateness, Moderatism. বলা হয়েছে, Having or showing opinions, especially about politics, that are not extremee. 'মতামত ব্যক্ত করা বিশেষত রাজনীতি সম্পর্কে। তবে সেটা চরমপন্থী নয়।[২] মধ্যপন্থার আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে القصد، والإقتصاد والتوسط، الوسط প্রভৃতি। القصد-এর ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, الإقتصاد و التوسط بين الافراط و التفريط في العمل (أي عمل النوافل). 'আমল (নফল)-এর ক্ষেত্রে হ্রাস-বৃদ্ধি বা অতিরঞ্জন ও সংকোচনের মধ্যবর্তী অবস্থা'।[৩] ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, هو سلوك الطريق المعتدلة والتوسط بين الإفراط والتفريط. وأصل القصد الاستقامة في الطريق. অর্থাৎ সরল পথে চলা এবং বাড়াবাড়ি ও শৈথিল্যের মধ্যবর্তী হওয়া। আর মধ্যপন্থার মূল হচ্ছে সোজা পথে চলা। যেমন আল্লাহ বলেন, وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَآئِرٌ. 'সরল পথ আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে এবং পথগুলোর মধ্যে কিছু বক্র পথও রয়েছে' *(নাহল ১৬/৯)*। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিকটেই রয়েছে সরল-সোজা রাস্তার বর্ণনা। অতঃপর القصد শব্দটিকে বিভিন্ন কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, القصد القصد 'তোমরা মধ্যবর্তী রাস্তা অবলম্বন কর, তোমরা মধ্যবর্তী রাস্তা অবলম্বন কর'।[৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে, أيها الناس عليكم القصد، عليكم القصد. 'হে লোক সকল! তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন কর'।[৫] অন্যত্র বলা হয়েছে, كانت خطبته قصدًا 'রাসূলের খুৎবা ছিল মধ্যম মানের'।[৬]

---

১. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সংকলিত সংসদ বাঙ্গালা অভিধান (কলিকাতা : ১৯৯৮ খ্রী.), পৃ. ৫৫৬।
২. A S Hornby, Oxford Advanced Lerner's Dictionary (New York : 2002-2003), P. 855.
৩. আলী ইবনু সুলতান মুহাম্মাদ আল-ক্বারী, মিরক্বাতুল মাফাতীহ (ঢাকা তা.বি.), ৩/১৫৩পৃ. ।
৪. বুখারী হা/৬৪৬৩, ছহীহুল জামে হা/৯৩৬০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬০২।
৫. ইবনু মাজাহ হা/৪২৪১, সনদ ছহীহ।
৬. সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৭৪-এর আলোচনা দ্রঃ; ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী, মির'আতুল মাফাতীহ, ৪র্থ খণ্ড (বেনারস, ভারত: ১৪১৫হি./১৯৯৫খ্রী.), পৃ. ২৩৮।

আরবী ভাষায় الوسط শব্দের কয়েকটি অর্থ হ'তে পারে। যথা-

প্রথমতঃ العدالة অর্থ- ন্যায়বিচার, ইনছাফ, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى سَعِيْدِ نِالْخُدْرِىِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُدْعَى نُوْحُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: فَيُقَالُ لَهُ هَلْ بَلَّغْتَ؟ فَيَقُوْلُ نَعَمْ! فَيُدْعَى قَوْمُهُ فَيُقَالُ لَهُمْ هَلْ بَلَّغَكُمْ؟ فَيَقُوْلُوْنَ: مَا أَتَانَا مِنْ نَذِيْرٍ أَوْ مَا أَتَانَا مِنْ أَحَدٍ قَالَ: فَيُقَالُ لِنُوْحٍ: مَنْ يَّشْهَدُ لَكَ؟ فَيَقُوْلُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، قَالَ فَذَالِكَ قَوْلُهُ: وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا، قَالَ الْوَسْطُ: الْعَدْلُ، قَالَ: فَيُدْعُوْنَ، فَيَشْهَدُوْنَ لَهُ بِالْبَلاَغِ، قَالَ: ثُمَّ أَشْهَدُ عَلَيْكُمْ-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন নূহ (আঃ)-কে ডেকে বলা হবে, তুমি কি (তাওহীদের) দাওয়াত পৌঁছিয়েছিলে? তিনি বলবেন, হ্যাঁ, আমি দাওয়াত দিয়েছি। তখন তাঁর সম্প্রদায়কে ডেকে জিজ্ঞেস করা হবে, নূহ কি তোমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছে? তখন তারা বলবে, আমাদের নিকট কোন সতর্ককারী বা ভীতি প্রদর্শনকারী আসেনি। কিংবা তারা বলবে, আমাদের নিকট কেউ আসেনি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তখন নূহ (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হবে, তোমার স্বপক্ষে কে সাক্ষী দিবে? তিনি বলবেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও তাঁর উম্মত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এটাই আল্লাহ্র বাণী وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا (অনুরূপভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী জাতি করেছি)-এর তাৎপর্য। রাবী বলেন, الوسط অর্থ العدل ন্যায়পরায়ণতা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তখন উম্মতে মুহাম্মাদীকে ডাকা হবে এবং তারা হবে নূহ (আঃ)-এর নবুওয়াতের ও দাওয়াতের সাক্ষী। রাসূল (ছাঃ) বলেন, অতঃপর আমি তোমাদের সত্যায়ন করব'।[৭]

দ্বিতীয়তঃ الخيرية অর্থ- উত্তম, শ্রেষ্ঠ, কল্যাণকামী, হিতৈষী, উপকারী ইত্যাদি। وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনু কাছীর (রহঃ)

---

৭. *বুখারী, হা/৭৩৪৯, হা/৪৪৮৭; ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, আল-মুসনাদ ৩/৩২ পৃ.।*

বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে ইবরাহীম (আঃ)-এর কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি এবং ওটাকেই তোমাদের জন্য (কিবলা) মনোনীত করেছি। যাতে আমি তোমাদেরকে সকল জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ করতে পারি, যেন তোমরা কিয়ামতের দিন সকল উম্মতের উপর সাক্ষী হ'তে পার। কেননা সমস্ত উম্মত তোমাদের উচ্চ মর্যাদার কথা অকপটে স্বীকার করে। এখানে الوسط অর্থ উত্তম, শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি। যেমন কুরাইশদেরকে বংশ ও অঞ্চলের দিক দিয়ে আরবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা হয়, তেমনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে বংশের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ও সম্ভ্রান্ত। এখান থেকে 'ছালাতুল ওসত্বা' তথা 'উত্তম ছালাত' নামকরণ করা হয়েছে। আর এটা হলো আছরের ছালাত। যা কুতুবুস সিত্তাহ ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত'।[৮]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উম্মতে মুহাম্মাদীকে যেমন মধ্যপন্থী ও শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে প্রেরণ করেছেন, তেমনি তাদেরকে পরিপূর্ণ শরী'আত, অধিকতর সঠিক ও যথোপযুক্ত কর্মপন্থা এবং সুস্পষ্ট ধর্মীয় মতাদর্শ দিয়ে বিশেষিত করেছেন। আল্লাহ বলেন, هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْ هَذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, 'তিনি তোমাদেরকে পসন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মে কায়েম থাক, তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন পূর্বেও এবং এই কুরআনেও। যাতে রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষ্যদাতা হন এবং তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানব মণ্ডলীর জন্য' *(হজ্জ ২২/৭৮)*।

তৃতীয়তঃ التوسط অর্থ মধ্যবর্তী হওয়া, মধ্যস্থতা করা, মধ্যপন্থী হওয়া ইত্যাদি। আল্লামা ইবনু জারীর (রহঃ) বলেন, 'আমি মনে করি الوسط বলতে এখানে এমন স্থানকে বুঝানো হয়েছে যার দু'টি দিক বা পার্শ্ব রয়েছে। অর্থাৎ মধ্যবর্তী স্থান। যেমন ঘরের মধ্যস্থল। আমি আরো মনে করি আল্লাহ তাদেরকে মধ্যবর্তী জাতি বলে বিশেষিত করেছেন এজন্য যে, তারা দ্বীনের মধ্যে মধ্যপন্থী। তারা নাছারাদের মত

৮. হাফেয ইমাদুদ্দীন ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ১/১৯১পৃ.।

দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করে না। যেমনভাবে তারা সন্ন্যাসব্রতের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে। তেমনি তারা ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে বাড়াবাড়ি করে। আবার উম্মতে মুহাম্মাদী দ্বীনের মধ্যে সংকোচনও করে না, যেভাবে ইহুদীরা করেছিল। তারা আল্লাহ্‌র কিতাবকে পরিবর্তন করেছিল এবং তাদের নবীদের হত্যা করেছিল, আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল এবং তাঁর সাথে কুফরী করেছিল। বরং উম্মাতে মুহাম্মাদী মধ্যবর্তী ও মধ্যপন্থী জাতি। এজন্য আল্লাহ তাদেরকে এই গুণে গুণান্বিত করেছেন। কেননা আল্লাহ্‌র নিকট মধ্যপন্থী কর্ম পসন্দনীয়'।[৯]

প্রকৃতপক্ষে এই উম্মতের মধ্যে উক্ত তিনটি গুণেরই সমাবেশ ঘটেছে। অর্থাৎ পরকালে সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে এই উম্মত হবে অন্যান্য উম্মতের চেয়ে ন্যায়পরায়ণ। তেমনি পৃথিবীতে আগত অন্যান্য সকল উম্মতের চেয়ে উম্মতে মুহাম্মাদী শ্রেষ্ঠ এবং তারা অন্যান্য উম্মতের সীমালংঘন, বাড়াবাড়ি ও শিথিলতার মধ্যবর্তী। অর্থাৎ এরা শরী'আত পালনের ক্ষেত্রে যেমন নাছারাদের মত বাড়াবাড়ি করে না, তেমনি ইহুদীদের মত শরী'আতের বিধি-বিধান যথাযথ পালন না করে শৈথিল্য প্রদর্শন করে না; বরং এ উম্মত হচ্ছে মধ্যপন্থী। শুধু তাই নয়, ভৌগলিক দিক দিয়ে বিবেচনা করলেও ইসলামের আবির্ভাব যে দেশে, সেটি পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। যেখান থেকে পৃথিবীর সর্বত্র ইসলামের বিস্তৃতি ঘটেছে।

আবার মুসলিম উম্মাহ আরেকটি দিক দিয়ে মধ্যপন্থী। সেটা হচ্ছে তারা নির্ভেজালভাবে ইসলামী বিধান মানার যেমন চেষ্টা করে, তেমনি তাদের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কুরআনও খাঁটি, অবিমিশ্র ও নিরেট। বিশেষ করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত ইসলামকে খালেছভাবে আঁকড়ে ধরে থাকার এবং বিশুদ্ধ আমল করার চেষ্টা করে। তারা ইহুদী-নাছারাদের ন্যায় নিজেদের ইচ্ছামত এতে কিছু সংযোজন বা বিয়োজন করে না। বরং ইসলামের আদেশ-নিষেধকে যথাযথভাবে মেনে চলতে সচেষ্ট। এজন্য অন্যান্য জাতির মধ্যে মুসলিম জাতিকে মধ্যপন্থী জাতি বলা হয়েছে।

মুসলিম জাতি যেমন মধ্যপন্থী তেমনি তাদের আক্বীদা, আমল, আচার-আচরণ, চাল-চলন সবকিছু বাড়াবাড়ি ও শৈথিল্যের মধ্যবর্তী হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে তারা মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে। আমরা এখানে পার্থিব জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বনের গুরুত্ব আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

---

৯. ইবনু জারীর আত-তাবারী, তাফসীরে তাবারী, ২/৬পৃ.।

আক্বীদার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা

আক্বীদার ক্ষেত্রে মুসলিম জাতি বিশেষত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী। জাহমিয়ারা আল্লাহ্র গুণবাচক নাম অস্বীকার করে, আবার মুশাববিহারা আল্লাহ্র ঐসব নামের সাথে সাদৃশ্য দাড় করায়। মু'তাযিলারা আল্লাহকে কর্মের স্রষ্টা স্বীকার করে না, কাদারিয়ারা আবার আল্লাহ্কে কর্মের স্রষ্টা বানিয়ে মানুষকে নিষ্পাপ বলে এবং মানুষের পাপের কারণে আল্লাহ্কেই দায়ী করতে চায়। তেমনি পরকালীন শাস্তির ক্ষেত্রে মুরজিয়া ও কাদারিয়ারা পরস্পর বিরোধী অবস্থানে অটল। একদিকে কাদারিয়ারা বান্দার কর্মের উপর নির্ভর করে তাকদীরকে অস্বীকার করে। অন্যদিকে জাবারিয়ারা তাকদীরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ফলে তাদের কাছে কর্ম গুরুত্বহীন। অনুরূপভাবে ঈমানের ব্যাপারে খারেজী ও মু'তাযিলা এবং মুরজিয়া ও জাহমিয়ারা বাড়াবাড়ি করে থাকে।[১০] রাফেযী ও খারেজীরা ছাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণ করে। এসবই বাড়াবাড়ি। আক্বীদার ক্ষেত্রে এসব বাড়াবাড়ি পরিহার করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে এবং এক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত আক্বীদা পোষণ করতে হবে। আক্বীদার ক্ষেত্রে এসব বাড়াবাড়ি সম্পর্কে দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি হাদীছ এখানে উপস্থাপন করা হলো।-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পদ বণ্টন করছিলেন, এমন সময় আব্দুল্লাহ ইবনু যিল খুওয়াইছিরা এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ন্যায়বিচার করুন। তখন তিনি বললেন, তোমার ধ্বংস হোক, আমি ইনছাফ না করলে, কে ইনছাফ করবে? তখন ওমর (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অনুমতি দিন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই। তিনি বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেননা তার অনেক সাথী আছে, যাদের ছালাতের তুলনায় তোমাদের ছালাতকে এবং তাদের ছিয়ামের তুলনায় তোমাদের ছিয়ামকে তুচ্ছ মনে করবে। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেমনভাবে তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যায়। তার কপালের সামনের দিকে এবং তার হাটুর দিকে তাকানো হলো, সেখানে কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। জ্ঞান ও রক্ত অগ্রগামী হয়ে গেছে। তাদের নিদর্শন হচ্ছে তাদের দুই হাতের এক হাত অথবা দুই স্তনের একটি মেয়েদের স্তনের মত। অথবা তিনি বলেছেন, বোঝার মত দোদুল্যমান। মানুষের বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় আলী (রাঃ) তাদের বের করে দিয়েছিলেন। আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে,

১০. ড. আলী ইবনু আব্দুল আযীয আশ-শিবল, ওয়াসতিয়া আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত ওয়া আছারুহা ফী 'ইলাজিল গুলূ, আল-ফুরক্বান (কুয়েত : ২০০৯), ৪৩৭তম সংখ্যা, পৃ. ১২।

আমি এটা রাসূলকে বলতে শুনেছি এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আলী তাদের হত্যা করার সময় আমি তার সাথে ছিলাম। তাদের একজনকে আনা হলো রাসূল যে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন তা দেখে। তাদের সম্পর্কেই এই আয়াত নাযিল হয়েছে وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِيْ الصَّدَقَاتِ ‘তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা ছাদাক্বা বণ্টনে আপনাকে দোষারোপ করে’ *(তওবা ৯/৫৮)*।[১১]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন খারেজীরা মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদাভাবে বসবাস করতে লাগল, তখন আমি আলী (রাঃ)-কে বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! ছালাত একটু দেরী করে পড়ুন, আমি ঐ সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে তাদের সাথে কথা বলব। তিনি বললেন, আমি তোমার ব্যাপারে তাদের প্রতি আশংকা করছি (যেন তারা তোমার উপর আক্রমণ না করে)। আমি বললাম, ইনশাআল্লাহ এটা কখনো হবে না। অতঃপর আমি সাধ্যমত উত্তম ইয়েমেনী পোশাক পরিধান করে তাদের নিকটে গেলাম। তারা দুপুরের প্রখর রোদ্রের সময় বিশ্রাম করছিল। আমি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকটে গেলাম, যাদের থেকে অধিক ইজতেহাদকারী সম্প্রদায় আমি দেখিনি। তাদের হাত উটের কুঁজের মত শক্ত। তাদের মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন লেগে আছে। আমি তাদের নিকটে গেলাম। তারা বলল, হে ইবনু আব্বাস! তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, তোমরা তাঁর সাথে আলোচনা কর না। কেউ কেউ বলল, আমরা অবশ্যই তাঁর সাথে আলোচনা করব। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি তাদেরকে বললাম, আমার নিকট এই সংবাদ পৌঁছেছে যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাচাত ভাই ও তাঁর জামাতার সাথে বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করছ, যিনি রাসূলের ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে সর্বপ্রথম তাঁর প্রতি ঈমান এনেছেন। তারা বলল, তাঁর প্রতি আমাদের শত্রুতার কারণ তিনটি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সেগুলি কি? তারা বলল, প্রথমতঃ তিনি আল্লাহ্‌র দ্বীনের ব্যাপারে মানুষকে শালিস নিযুক্ত করেছেন, অথচ আল্লাহ বলেন, إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للهِ ‘আল্লাহ ব্যতীত কারো হুকুম চলে না’ *(আন‘আম ৬/৫৭)*।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কি? তারা বলল, তিনি যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু তাদের (পরাজিতদের) বন্দী করেননি, তাদের সম্পদ গণীমত হিসাবে গ্রহণ করেননি। যদি তারা কাফের হয়, তাহলে তাদের ধন-সম্পদ হস্তগত করা বৈধ হবে। আর যদি তারা মুমিন হয় তাহলে তাদের রক্ত প্রবাহিত করা তাঁর উপর হারাম। তিনি বলেন,

---

১১. *বুখারী হা/৬৯৩৩, আহমাদ হা/১১৫৫৪।*